রবিবার, ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ১২

হেদুয়ায় পুনরাবৃত্তি, কতটা নিরাপদ অন্যান্য সুইমিং পুল দেখা দরকার

মাত্র এক বছর আগের ঘটনা, সাঁতার শিখতে গিয়ে ২০১৬ সালের ৩১ মে উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্কে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর। এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে ঘিরে সেদিন ব্যর্থতার নানা অভিযোগ উঠেছিল। ভবিষ্যতে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বিস্তর সুপারিশ করা হয়েছিল নানা মহল থেকে। কিন্তু বছর ঘুরতেই সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল মধ্য কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে। সাঁতার কাটতে নেমে তলিয়ে গেলেন প্রশিক্ষক সাঁতারু। এমন ঘটনা ভাবা যায় না। শুধু তাই নয়, সাঁতার কাটতে নেমে রহস্যজনকভাবে তলিয়ে গেলেন প্রশিক্ষক কাজল দত্ত। সবচেয়ে বড় কথা, কলেজ স্টিট সাঁতার প্রশিক্ষণ ক্লাবের প্রশিক্ষক ছিলেন ওই ব্যক্তি। পর পর দু'বার প্রায় একই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটল এই কলকাতা শহরেরই। এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। বিশেষ করে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা চাই।

কলেজ স্কোয়ারের ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শুক্রবার সকাল ৭টায় ওই ব্যক্তি সাঁতার কাটতে নামেন। সাঁতার কাটতে নেমে আচমকাই তলিয়ে যান তিনি। ওই ব্যক্তিকে জলে তলিয়ে যেতে দেখে কলেজ স্কোয়ারের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকরা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ওখানে আসে পুলিশ। নামানো হয় ডুবুরির দলকেও। এখন প্রশ্ন হল, ভাল সাঁতার জানা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি জলে তলিয়ে গেলেন কীভাবে? না, উধাও হয়ে গেলেন? তিনি কী অসুস্থ ছিলেন? এসব প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। শহরে এই ঘটনায় আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, দানা বেঁধে উঠেছে রহস্য। এসব কারণেই সামগ্রিক ঘটনা সুইমিং পুলগুলি কতটা নিরাপদ, জলের গভীরতা, জল কতদিনের পুরনো ইত্যাদি খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। দেখতে হবে, আর যেন এমন ঘটনা না ঘটে।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

বাবুরামের হাত ধরিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন। ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস একটি আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারান্দায় আসিয়া একটু বসিলেন। মুখে **'হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!** ও তান্ত্রোক্ত নানাবিধ বীজমন্ত্র। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণমাত্রা। মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া মা'র সহিত কথা কহিতেছেন-বলিতেছে-"মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে-এ কথাই নয়। "কথা কওয়া কি?-কেবল ইসারা বই ত নয়! কেউ বলছে, 'আমি খাবো',-আবার কেউ বলছে, 'যা! আমি শুনবো না।'

"আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি খাবো' তা হ'লে কি যেমন খিদে তেমনি খিদে থাকতো না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হ'লে তুমি শুনবে না,-তা কখন হ'তে পারে।" "তুমি যা আছ তাই আছ-তবে বলি কেন-প্রার্থনা করি কেন?" "ও! যেমন করাও তেমনি করি।" **"মা! সব গোল হ'য়ে গেল!-কেন বিচার করাও!"** ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন!-ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

সংস্কার ও তপস্যার প্রয়োজন - ভক্তদিগকে শিক্ষা-সাধুসেবা।

এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)-তাঁকে লাভ করতে হ'লে **সংস্কার** দরকার। একটু কিছু করে থাকা চাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব জন্মেই হোক।"দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ করছিল, তাঁর ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন।

দিনপঞ্জিকা

২৭ শ্রাবণ, ভাং ২২ শ্রাবণ **১৩ আগস্ট**, ২৭ শাওন, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ বদি,২০ জেহ্জ্দ্। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৯। **রবিবার**, ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৭।৫৬মিঃ। রেবতীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৫।৩২ পরে অশ্বিনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৪।৩০মিঃ। শূলযোগ দিবা ঘ ১২।২২মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ৮।৪৭ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৫৬গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, প্রাতঃ ঘ ৫।৩২ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা, শেষরাত্রি ঘ ৪।৩০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৭।৫৬ গতে দ্বিপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ১০।৬ গতে ১।১৯ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।৬ গতে ২।২৯ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**—নাই। **বিবিধ**—ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৭।৫৬ মধ্যে মাসদগ্ধা। **অদ্য হাওড়া রামরাজাতলায় শ্রীশ্রীরামসীতা ঠাকুরের বিসর্জ্জন। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের আবির্ভাব দিবস। বীর ত্রিকেন্দ্রজিৎ-এর শহীদ দিবস (অসম ও মণিপুর)।** Patriot's Day (Manipur) **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ৬।১০ মধ্যে ১২।৫৪ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৪২ গতে ৭।২৮ মধ্যে ও ১১।১ গতে ৩।৩ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৬।১০ গতে ৯।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।২৮ গতে ৮।৫৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৭ শ্রাবণ, ভাং ২২ শ্রাবণ, ১৩ আগস্ট, ২৭ শাওন,২০ জেহ্জ্দ্ উঃ ৫।১৫, অঃ ৬।৯ রবিবার, ষষ্ঠী রাঃ ঘঃ ৭।৫৬।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

কন্যাসন্তানের প্রতিকূল অনুপাত, সমাজের মানসিকতা ও সরকারি নীতি

গত সংখ্যার পর

মেরি ই জন

কিছুটা সচ্ছল (হতদরিদ্র নয়) পরিবার তাদের আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা কম রেখে। তারা, এক আধটা ছেলেপুলে হলে, তাদের জন্য বিনিয়োগ' করতে পারে। এ ধরনের পরিবারে ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাই-এর চল সবচেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা। এদের অনেকে অবশ্য বলে থাকে যে, তারা চায় এক ছেলে ও এক মেয়ে। একথার আসল মানে, নিদেনপক্ষে একটি ছেলে। তার পর একটা মেয়ে হলেও ঠিক আছে। এসব পরিবার বেশ 'আধুনিক'। কেননা, তারা চায় সন্তান থাক যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা, পুষ্টি, ভালো শিক্ষাদীক্ষার বাতাবরণে। বড়ো হলে সন্তান যেন সফল জীবনে থিতু হয়--ছেলের জন্য ভালো কাজ, চাকরি এবং মেয়ের সুখী বিবাহিত জীবন। ভাবটা সহজ কিন্তু করে ওঠা বড়োঝকমারি। অনিশ্চয়তায় ভরপুর এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে, বিশেষত কন্যাকে মানুষ করাটা তাদের কাছে গুরুভার ও উদ্বেগের বলে মনে হচ্ছে। এতসব ঝুটঝামেলা এড়াতে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবারগুলির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠছে। তারা চাইছে না কন্যার জন্ম।

সরকারি কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পরিবারগুলির কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে সরকার রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের কর্মসূচির মতো তার হাতের যাবতীয় উপায় অবশ্যই কাজে লাগাবে।আগেই বলা হয়েছে, এসবপরিবার কিছুটা সচ্ছল। তারা আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা সীমিত রেখে। এ ধরনের পরিবারে ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাইয়ের চল সবচেয়ে বেশি হবারআশঙ্কা। এদের লক্ষ্য 'নিখুঁত' পরিবার---এক ছেলে এক মেয়ে। ২০১১-র জনগণনায় ধরা পড়েছে,বেশ কিছুরাজ্যে ৬ বছর পর্যন্ত বয়সি কন্যাশিশুর অনুপাত কমে গেছে অনেকখানি। কন্যাশিশুর তথাকথিত কম উপযোগিতার ধারণা বদলাতে, বিশেষ করে রাজ্যস্তরে চালু হয়েছে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি।ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য সংশোধন করা হয়েছে কিছু চলতি প্রকল্প। বাল্য বিবাহ ঠেকানো, গরিববাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাবার জন্য উৎসাহ দেওয়া, আঠারো বছর বয়সের আগে তাদের বিয়ে না দেবার জন্য 'আপনি বেটি আপনি ধন'-এর মতো আছে অনেক সরকারি প্রকল্প।হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে শর্তাধীন নগদ টাকা হস্তান্তরের প্রকল্প চলছে। নাম থেকেই বোঝা যায়, লাডলি ও ধন লক্ষ্মীর মতো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কন্যার জন্মের জন্য পরিবারকে উৎসাহ জোগাতে। কন্যার জন্ম, রোগ প্রতিষেধক (ইম্যুনাইজেশন), স্কুলে পড়াশুনোর কালে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে।

আঠারো বছর বয়স হলে এবং তখনও বিয়ে না করলে মিলবে থোক টাকা। এসব প্রকল্পের ধ্যানধারণার পিছনে আছে অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যার 'বোঝা' টাকায় পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। এসব প্রকল্প অবশ্য শর্তে বোঝাই। ফলে প্রকল্পগুলি নিয়ে চর্চা চালিয়েছে ওয়াশিংটনের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন ওইমেন। কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের যোগ না দেওয়া শিশুদের তুলনায় উপকৃত পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্কুলে টিকে থাকা একটু বেড়েছে। কিছু সমীক্ষা বলছে, হরেক শর্ত জড়িত থাকাটা মস্ত বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে, গরিবি রেখার নিচের পরিবারগুলিকে (বি পিএল) টার্গেট করাটা। এর অর্থ, একেবারে গরিব নয়, একটু সচ্ছল পরিবারের কাছে এসব প্রকল্পের সুযোগ অধরা। এসব পরিবারেই কিন্তু ছেলে না মেয়ে, বাছাই করার ঝোঁক বেশি। অনেকে আবার সমালোচনায় মুখর যে, এসব প্রকল্পের ফলে পরিবারের পক্ষে কন্যা এক বোঝাস্বরূপ, মানুষের এই ধারণা আরও জোরদার হচ্ছে। দু'বছর আগে বিস্তর প্রচার চালিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচি। বরাদ্দ হয় ১০০ কোটি টাকা। হরিয়ানার মতো রাজ্যের কয়েকটি জেলায় কন্যাশিশুর অনুপাত বস্তুদিন যাবত বেশ কম। এই প্রকল্প নিয়ে প্রচারে কোনও ঘাটতি ছিল না। শহরের পর শহর, গু প্রধানসড়ক জুড়ে ঢাউস সব হোর্ডিং। বাসের পিছনে বিজ্ঞাপন। সরকারি কর্তাব্যক্তিদের ঘোষণা। শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও, এই কর্মসূচি কিন্তু শর্তসাপেক্ষ নগদ হস্তান্তর প্রকল্পগুলির মতোই ধাক্কা খেয়েছে। কেননা, সব টাকা ঢালা হচ্ছে প্রচার অভিযানের জন্য। লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষায় যুক্ত লোকজন বা মেয়েদের পড়াশুনোয় তেমন একটা আগ্রহী নয়, এমন পরিবারের 'মানসিক গঠনই' যেন একমাত্র দায়ী। শুধুমাত্র জোরদার প্রচার চালিয়ে তা বদলে নেওয়ার সম্ভাবনা কম। এই নিবন্ধে আগেই সওয়াল করা হয়েছে, প্রথমত মানুষ গতানুগতিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুগছে না। পরিস্থিতি সঙ্গিন হওয়ার কারণ, শিক্ষার অধিকার রূপায়ণে প্রধান ভরসা সংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আইসিডিএস) এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের মতো বড়োসাড়ো সরকারি কর্মসূচিতে গত দু'বছর বাজেট বরাদ্দে কাটছাঁট। পুষ্টি, নবজাতক ও শিশুর পরিচর্যা, সবার জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে এসব কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। কন্যা সমেত সকল শিশুর জীবনের মান উন্নত করতে এগুলি তাই গুরুত্বপূর্ণ।

লিঙ্গ বাছাই সমস্যার বিস্তার রোখায় আরও বেশি অগ্রগতি চাইলে, রাজ্যের অভিযান এবং বিশেষত নীতিগুলিকে তাদের কর্মকান্ডের ফল সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। প্রথম কথা, মানসিক গড়ন বদলানোর উর্ধ্বে উঠে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য হওয়া উচিত---এ ধরনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য দায়ী সমাজের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন করা। একেবারে গোড়ার পর্যায়ে এর অর্থ, এমন এক উন্নয়নের পদ্ধতি যা কিনা মা-বাবাকে তাদের ছেলে ও মেয়ের সম্বন্ধে এত স্বতস্ফূর্তভাবে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন কমিয়ে দেয়---যেমন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কর্মস্থানের সম্ভাবনা। মেয়েদের যৌন নিরাপত্তা নিয়ে মা-বাবার ক্রমবর্ধিত ভয়ভীতিও কাটানো দরকার। পরিবারের মদত ছাড়াই নিজেদের জন্য তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়েপিটে নিতে পারে-আজকের যুব সম্প্রদায়ের দরকার এই আপ্তবাক্যে আস্থা রাখা।

সম্পাদক সমীপেষু

সিনেমাতে নামের একটা ব্যাপার থাকে

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হল বায়োস্কোপ। আমরা খুব সাধারণভাবে বলে থাকি সিনেমা। এই সিনেমা তৈরি করার আগে পরিচালকদের ভেবে নিতে হয় সিনেমার নামকরণ কী হবে। তারপরেই একটা গল্পকে সাজাতে খুব সহজ হয়ে যায়। আমরা সিনেমা হলে সেদিনও দেখেছি একটা সিনেমা। তবে সিনেমার নামকরণটাকে আগে পোস্টারে দেখে নিতাম। এরপর আমাদের পছন্দের নায়ক নায়িকাদের নাম রাখা হয়েছিল 'শ্রীশ্রী রাজাধিরাজ শ্রীশ্রী মাধানা রামারাজা শ্রীশ্রী বৈলাশ রাজা শ্রীশ্রী মধু বানা রাজা শ্রীশ্রী কৃষ্ণাদেবা ডোঙ্গারাজা' ছবিটি ১৯৯৪ সালে মাদ্রাজে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি তেলেগু ভাষায় হয়েছিল। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। নামটা বোধ হয় সমগ্র বিশ্বসিনেমার ক্ষেত্রে প্রথম স্থান গ্রিনীজ বুকে রয়েছে।

করলেন ' বনপলাশীর পদাবলী' নামের ছবিটা। উত্তমকুমার অভিনয় করলেন 'শঙ্করনারায়ণ বাঙ্ক' বলে একটি ছবিতে। সুচিত্রা সেন অভিনীত একটি ছবির নাম ' সন্ধ্যাদীপের শিখা'। অভিনয় করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 'জোড়া দিঘীর চৌধুরি পরিবার' ছবিতে। প্রতিটির ক্ষেত্রে পরিচালকদের ভূমিকাটা থাকে। তাই বলে এমন একটা নাম ছবির ক্ষেত্রে কোনও পরিচালক করেননি। এখানে পরিচালক ছবির নাম রাখা হয়েছিল 'শ্রীশ্রী রাজাধিরাজ শ্রীশ্রী মাধানা রামারাজা শ্রীশ্রী বৈলাশ রাজা শ্রীশ্রী মধু বানা রাজা শ্রীশ্রী কৃষ্ণাদেবা ডোঙ্গারাজা' ছবিটি ১৯৯৪ সালে মাদ্রাজে মুক্তি পেয়েছিল। একেবারে প্রথমদিকে 'সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র' সিনেমাটার নাম শুনেছি। আবার 'হা হা হা হি হি হি' ছবির নামও পেয়েছি। 'চিকিৎসা সঙ্কট ' বলে একটা সিনেমা এসেছিল। 'সর্বজনীন বিবাহৎসব' নামেও ছবি হয়েছে। রাজ কাপুর করেছিলেন, 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়',পরিচালনা করেছিলেন রাধিকারঞ্জন কর্মকার। এইভাবে দেখেছি 'দিলবালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' আবার 'হাম আপকে কোন হ্যায়', মেহেবুব খান একটি ছবিতে চোরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আদেশী ইরানীর পরিচালনা এখানে ছবির নাম রাখা হয়েছিল ' আলিবাবা ও চাল্লিশ চোর'। ধর্মেন্দ্র অভিনীত ছবির নাম রাখা হয়েছিল, ' পাপকো জ্বালা কর রাখ কর দুঙ্গা'। ঋষি কাপুর অভিনীত ছবির নাম রাখা হয়েছিল 'ফুল খিলে গুলসান গুলসান'। পরিচালক সত্যেন বোস ছবির নাম রাখলেন ' চলতি কা নাম গাড়ি', কিশোর কুমার তাই বলে দেবেন, তাই তিনিও ছবির নাম রাখলেন 'বর্তিকা নাম গাড়ি '। রাজ কাপুর ছবির নাম রাখলেন 'মেরা নাম জোকার'। মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত একটি ছবির নাম ছিল ' মিল গয়া মঞ্জিল মুঝে'। আমরা বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও নাম পেয়েছি, ' যিনি নাম তিনিই কৃষ্ণ একই দেহে রামকৃষ্ণ'। আমরা পেয়েছি 'একই অঙ্গে এত রূপ' নামের ছবি। উত্তমকুমার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তৈরি

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভিু,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভিু,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

গদাধর রানা **পর্ব ৩**

ব্যাধির বিভিন্নতার জন্য যেমন ওষুধের বিভিন্নতা হয় তেমনই অধিকারীভেদ অনুযায়ী ঈশ্বরলাভের পথেরও বিভিন্নতা ঘটে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন ভবরোগবৈদ্য। তিনি জানতেন—আমরা সাধারণ মানুষেরা জ্ঞানী নই, কর্মী নই, ধ্যানীও নই। তাই, তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরলাভের পথ হিসাবে ভক্তি অনুশীলনের শিক্ষা দিয়েছেন—যা দিয়ে জীবের কাঙ্ক্ষিত ঈশ্বরলাভের পথ সহজ ও সুগম হয়। এ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও তো বললেন শ্রী অর্জুনকে, বললেন ভক্তির পক্ষে, " ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শাক্য অহমেবং বিধোহর্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চতত্ত্বেম প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।"—হে শত্রুতাপন অর্জুন, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করতে ভক্তেরা সমর্থ হয়। ভগবান আরও বললেন ঃ—

" ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

ভক্তির দ্বারাই সাধক আমার রূপ জানেন এবং সেই রূপ জানার পরেই আমাতে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব লোকশিক্ষা দেবার জন্য আরও বললেন—ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয় আর সৎসঙ্গের জন্য সাধুদের কাছে যেতে হয়। কোরাণ্, সাধুসঙ্গ যেন চালধোয়ানি জলের সমান—মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে চিন্তা করতে হয়। তিনি এই বলেও শিক্ষা দিলেন—প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মনবোধা বড় কঠিন। এই মন সম্পর্কেই শ্রীভগবত তাঁর গীতায় বললেন অর্জুনকে ঃ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে।

মন বড়ই চঞ্চল—তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধ্যানাভ্যাস ও বিষয়াদ্রিয়াদি ভোগে বিশেষ সাধন দ্বারা মনকে সংযত করা যায়। এযেন ঠাকুরেরই শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে মন নিয়ে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ—

অভ্যাসে সমর্থ না হলেও হে অর্জুন, তুমি আশাশ্রীতিকর কর্মে একনিষ্ঠ হও। এখানেও যেন সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা বা বাণী—তিনিও স্বয়ং শ্রীমার মধ্যে অনসূতি হয়ে এই জগাৎকে কর্ম করতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে মহাত্মা তুলসীদাসের একটি বাণী স্মরণযোগ্যঃ—

"তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিয় তুলা এক অঙ্গ
তুলন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সৎসঙ্গ।"

—তুলাদন্ডের একদিকে স্বর্গ ও অপবর্গ সুখ এবং অন্যদিকে, সৎসঙ্গের সুখ—এই দুইয়ের মধ্যে সৎসঙ্গলাভের সুখই সেরা এবং অধিকতর সুখদায়ক। ঠাকুর লোকায়ত ও প্রকৃতিজীবন পরিবেশের উদাহরণ টেনে শিক্ষা দিচ্ছেন, বলছেন," যখন চারাগাছ তাকে তখন বেড়া দিতে হয়—বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। তাই মানুষের ধ্যান বিষয়টি নিছকই ধ্যান প্রদর্শনের জন্য যেন না হয়। ধ্যান করতে হবে মনে, বনে ও কোণে একটি ঘেরা মানসিকতার নিরঙ্কুম নিবিড় শান্ত আবর্তে। তিনি বলছেন, ঈশ্বরই সৎ, তিনি নিত্যবস্তু, আর সকলই অসৎ, অনিত্য—(এই বিচার করতে করতে অনিত্যবস্তু মন থেকে ত্যাগ করতে হবে। সংসারের পাঁকের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে কীভাবে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় তার সহজসুন্দর উপায় ঠাকুর আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছেন। বদ্ধ জীবের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—বদ্ধ কথা সংসারি জীবের আর কোনোমতেই ধ্বংশ হয়না। এই প্রসঙ্গে তিনি বাস্তবিক সকলকে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য উপমা টেনে আনলেন।" উট, কাঁটাঘাস বড় ভালোবাসে কিন্তু যতই খায় মুখ বেয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে। তবুও সে কাঁটাঘাসই খাবে। সংসারে মানুষ এত শোক, তাপ পায় তবুও কিছুদিন পর যেমন তেমনই। লোকশিক্ষক হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুর তিনটি নেতিবাচক সূত্র ঘোষণা করলেন।

ক্রমশ